সংবাদ

তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও পাক প্রধানমন্ত্রীর নামে স্কুল!

এম আর সুমন, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)

লক্ষ্মীপুরে রায়পুর উপজেলার রায়পুর-চাঁদপুর সড়কে পৌর শহরের পশ্চিম কেরোয়া গ্রামে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী এলএম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়টি এখনও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের নামেই চলেছে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেব একজন শিক্ষক ও প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে এই বিদ্যালয়টি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৩ একর ৮৬ শতাংশ জমিতে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নামেই লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই থেকে এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে বাঙালিবিদ্বেষী এই পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক নেতার নাম।

দীর্ঘ এই পথচলায় বিদ্যাপীঠটি অসংখ্য গুণীজনের জন্ম দিলেও স্বাধীনতার ৪৫ বছর পার হলেও বিদ্যালয়টিতে মুকুটে জড়িয়ে আছে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও বাঙ্গালিবিরোধী ওই পাকিস্তানি নেতার নামটি পরিবর্তন করা হয়নি এখনও। তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের মানুষের ওপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার হিটলারি পরিকল্পনার অন্যতম নীতিনির্ধারকও তিনি।

> 'স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও তার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেনে নেবে না মুক্তিযোদ্ধারা'

এলাকার স্থানীয় ও বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ মনোহর মিয়ার স্ত্রী মোসাম্মদ জেবুন্নেসা চৌধুরানী এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে নিজ বাড়িতে একটি প্রথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্থানীয় সমাজ সেবক ও বিদ্যোৎসাহী যুবকদের সহযোগিতায় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে রায়পুর উপজেলা শহরের কাপড় পট্টিতে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত স্থানে বিদ্যালয়ের জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ফের স্থানান্তর করা হয় শহরের আলিয়া মাদ্রাসার সামনে উচ্চ ভূমিতে দোচালা একটি টিনের ঘরে। এ সময় বিদ্যালয়টি সর্বপ্রথম মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে মৃত জেবুন্নেসা চৌধুরানীর একমাত্র পুত্র জমিদার এমদাদ আলী চৌধুরী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের রূপান্তরিত করার মনসে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তর করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের খুশি করার জন্য ইংরেজ সম্রাট ৫ম জর্জের নামানুসারে জমিদার বিদ্যালয়টির নাম করন করেন জর্জ কর্নেশান হাই স্কুল। একই বছরে বিদ্যালয়টি সরকারি স্বীকৃতি ও মঞ্জুরি লাভ করে। জমিদার এমদাদ আলীর চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার পুত্র জমিদার গজনফর আলী চৌধুরী বিদ্যালয়টি পরিচালনা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলে তারই ইচ্ছায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান কায়েমের পর বিদ্যালয়টির পূর্বের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নামে লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুলটির নাম করণ করা হয়। একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের ৬ বছর পার ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পাকিস্তানিদের নাম রেখেই পাইলট বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জেলা প্রতি একটি বিদ্যালয় মডেল করার লক্ষ্যে এই বিদ্যালয়টিকে ২০০৮ সালে মডেল ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে রায়পুর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজাম উদ্দিন পাঠান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভাষা আন্দোলনে বাঙালিবিরোধী ভূমিকার কারণে লিয়াকত আলী খান আমাদের কাছে সম্মানিত নন। স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও তার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে তা কাম্য হতে পারে না। অবিলম্বে ওই নাম পাল্টানোর দাবি জানাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা। উল্লেখ্য, প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ১০৫ বছর অতিক্রম আশপাশের এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে বিদ্যালয়টি। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরতসহ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৯শ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। শতাধিক বছর ধরে।